بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কুর’আনিক দু’আ সমূহ: ৯

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আ সমূহঃ সূরা ফুরকানঃ

غَرَامًا	كَانَ	عَذَابَهَا	إِنَّ	جَهَنَّمَ	عَذَابَ	عَنَّا	اصْرِفْ	رَبَّنَا
প্রাণান্তকর (ধ্বংস)	হলো	তার শাস্তি	নিশ্চয়ই	জাহান্নামের	শাস্তি	হ'তে আমাদের	দূর করো	হে আমাদের রব"
inseparable	is	its punishment	Indeed	Hell (of)	the punishment	from us	Avert	!Our Lord"

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংসাত্মক।(আয়াতঃ ৬৫)

"Our Lord, avert from us the punishment of Hell. Indeed, its punishment is ever adhering;-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ রহমানের বান্দার গুনাবলী সূরা ফুরকানে ৬৩ আয়াত থেকে উল্লেখ হয়েছে। ওরাই যারা একদিকে রাত্রে আল্লাহর ইবাদত করে, আবার অন্য দিকে ভয়ও করে যে, কোন ভুল বা আলস্যের কারণে আল্লাহ ধরে না বসেন। সেই জন্য তারা জাহান্নামের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে। আল্লাহর ইবাদত তথা আজ্ঞা পালন করা সত্ত্বেও আল্লাহর আযাব ও তাঁর পাকড়াও হতে নির্ভয় হওয়া ও নিজ ইবাদতের উপর গর্ব করা উচিত নয়।

আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ‘এই আয়াতে কি ঐ সব লোকেদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা মদ পান ও চুরি করে?’ তিনি বললেন, ‘‘না, হে আবূ বাকরের বেটী! বরং তারা ঐ সব লোক, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে, দান করে। তা সত্ত্বেও তারা ভয় করে যে, তাদের এইসব সৎকর্মগুলো যেন আল্লাহর দরবারে অগ্রহণীয় না হয়ে যায়।’’ (তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর সূরাতুল মু’মিনূন)

দু’আ সমূহঃ সূরা ফুরকানঃ

رَبَّنَا	هَبْ	لَنَا	مِنْ	أَزْوَٰجِنَا	وَذُرِّيَّٰتِنَا	قُرَّةَ	أَعْيُنٍ	وَٱجْعَلْنَا	لِلْمُتَّقِينَ	إِمَامًا
হে আমাদের রব"	তুমি দাও	জন্যে আমাদের	থেকে	আমাদের স্ত্রীদেরকে	এবং আমাদের বংশধরদেরকে	শীতলতা (অর্থাৎ শান্তি)	চোখের	এবং আমাদেরকে বানাও	জন্যে মুত্তাকীদের	"নেতা
!Our Lord"	Grant	to us	from	our spouses	and our offspring	comfort	our eyes (to)	and make us	for the righteous	"a leader

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। (আয়াতঃ৭৪)

"Our Lord, grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ রহমানের বান্দার গুনাবলী সূরা ফুরকানে ৬৩ আয়াত থেকে উল্লেখ হয়েছে। ওরাই যারা পরিবার নিয়ে দু’আ করে এইভাবে।প্রকৃত ইমানদান ও জান্নাতের আকংখীরা তাদের দুনিয়ার পারিবারিক জীবন সুন্দর করতে এবং আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে দুনিয়ার জীবনে আদর্শ স্থাপন করে যেতে পারে।

দু’আঃ সূরা আশ শোয়ারাঃ

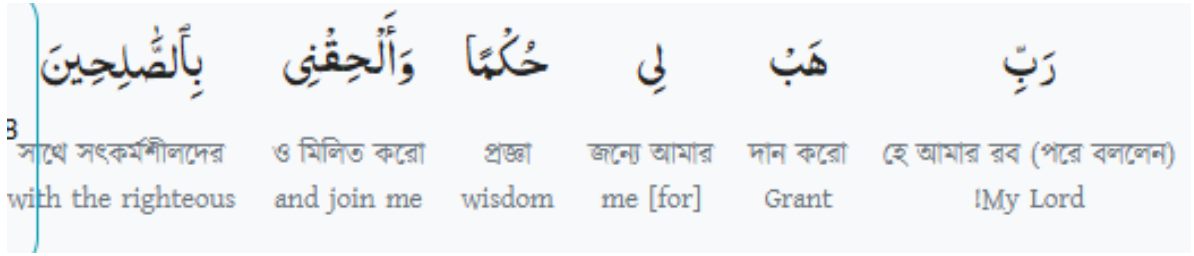

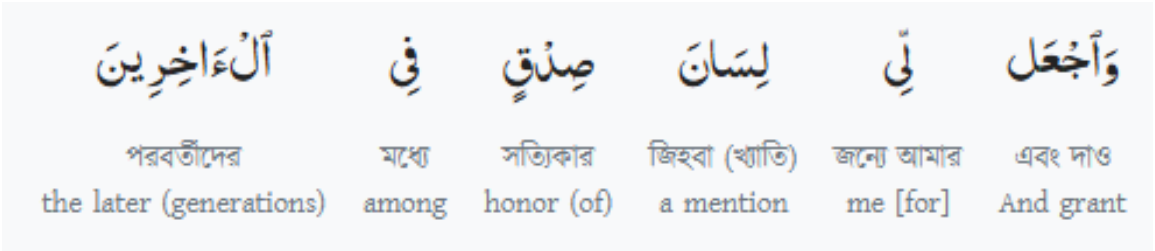

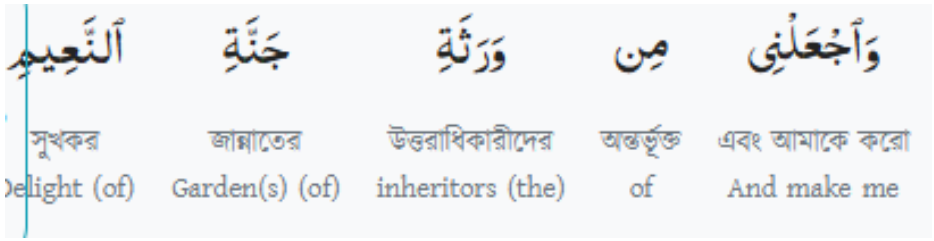

رَبِّ هَبْ لِیْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ

হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিয়ে দিন।সূরা আশ শোয়ারাঃ ৮৩

"My Lord, grant me authority and join me with the righteous.-Sahih International

وَ اجْعَلْ لِّیْ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ

পরবর্তীদের মাঝে আমার সুনাম বজায় রাখ, (৮৪) And grant me a reputation of honor among later generations.

وَ اجْعَلْنِیْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیْمِ

এবং আমাকে সুখকর (নাঈম) জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (৮৫) And place me among the inheritors of the Garden of Pleasure.

প্রেক্ষাপটঃ ইবরাহীম আ এই সূরার ৭৭-৮২ আয়াতে মহান আল্লাহর পরিচয় তার জাতির সামনে তুলে ধরে এরপর এই দু’আ আল্লাহর দরবারে করেছেন।

দু’আঃ সূরা আশ শোয়ারাঃ

وَ لَا تُخۡزِنِیۡ یَوۡمَ یُبۡعَثُوۡنَ

এবং আমাকে পুনরুত্থান-দিবসে লাঞ্ছিত করো না। আয়াতঃ ৮৭

And do not disgrace me on the Day they are [all] resurrected –

يُبْعَثُونَ	يَوْمَ	تُخْزِنِي	وَلَا
উত্থানের	দিনে	আমাকে লাঞ্ছিত করো	আর না
they are resurrected	Day (on the)	disgrace me	And (do) not

یَوۡمَ لَا یَنۡفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوۡنَ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; আয়াতঃ ৮৮

The Day when there will not benefit [anyone] wealth or children

بَنُونَ	وَلَا	مَالٌ	يَنفَعُ	لَا	يَوْمَ
সন্তান-সন্ততি	আর না	ধন-সম্পদ	উপকারে আসবে	না	সেদিন
sons	and not	wealth	will benefit	not	Day (The)

سَلِيمٍ	بِقَلْبٍ	ٱللَّهَ	أَتَى	مَنْ	إِلَّا
প্রশান্ত (বিশুদ্ধ)	সহ অন্তর	আল্লাহর নিকট	আসবে	যে (তাকে)	তবে
"sound	with a heart	Allah (to)	comes	who (he)	Except

اِلَّا مَنۡ اَتَی اللّٰهَ بِقَلۡبٍ سَلِیۡمٍ

সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই; যে আল্লাহর নিকট সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে। ৮৯

But only one who comes to Allah with a sound heart.“ -Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ ইবরাহীম আ আরো দু’আ করেছেন-সমস্ত মানুষের সামনে আমাকে পাকড়াও করে বা শাস্তি দিয়ে। অথবা আমার পিতাকে আযাব দিয়ে বা শাস্তিযোগ্য লোকেদের দলে তার হাশর করে।

বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বা সুস্থ নীরোগ অন্তর বলতে এমন অন্তরকে বুঝানো হয়েছে, যা শিরক হতে পবিত্র। অর্থাৎ, মুমিনদের অন্তর।বিদআত-শূন্য সুন্নতের উপর প্রশান্ত অন্তর। আবার কারো নিকট পার্থিব ভোগ-বিলাস হতে পবিত্র, আবার কারো নিকট মূর্খতার অন্ধকার ও নৈতিক অধঃপতন হতে পবিত্র অন্তর। এ সকল অর্থই ঠিক হতে পারে। কারণ মু’মিনের অন্তর উক্ত সকল প্রকার রোগ ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকে। কারণ কাফের ও মুনাফিকের অন্তর হয় অসুস্থ রোগাক্রান্ত।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেনঃ হে আমার রব! যেদিন সমস্ত সৃষ্টিজগতে পুনরুত্থান করা হবে, সেই কেয়ামতের দিন আমাকে লজ্জিত করবেন না। হাদীসে এসেছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কেয়ামতের দিন তার পিতা আজরকে তার মুখে ধুলিমলিন কুৎসিত অবস্থায় দেখতে পাবেন। তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাকে বলবেনঃ আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্য হবেন না? তখন তার বাবা তাকে বলবেনঃ আমি আজ তোমার অবাধ্য হব না।

তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলবেনঃ হে রব! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিনে লজ্জিত না করার ওয়াদা করেছেন। আমার পিতার ধ্বংসের চেয়ে লজ্জাজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ তা’আলা বলবেনঃ আমি কাফেরদের উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। তারপর বলা হবেঃ হে ইবরাহীম! আপনার পায়ের নীচে কি? তখন তিনি তাকালে দেখতে পাবেন বিদঘুটে কুৎসিত হায়েনা জাতীয় এক প্রাণী। তখন তার চার পা ধরে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (অর্থাৎ সে এমন ঘৃণিত হবে যে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তার জন্য কথা বলতে চাইবেন না।) [বুখারীঃ ৩৩৫০]

দু’আঃ সূরা আশ শোয়ারাঃ

رَبِّ	إِنَّ	قَوْمِى	كَذَّبُونِ
হে আমার রব"	নিশ্চয়ই	আমার জাতি	আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে
!My Lord"	Indeed	my people	have denied me

فَٱفْتَحْ	بَيْنِى	وَبَيْنَهُمْ	فَتْحًا	وَنَجِّنِى	وَمَن	مَّعِىَ	مِنَ	ٱلْمُؤْمِنِينَ
সুতরাং মীমাংসা করো	মাঝে আমার	ও মাঝে তাদের	মীমাংসা (চূড়ান্ত)	এবং আমাকে রক্ষা করো	ও যারা (আছে)	আমার সাথে	মধ্য থেকে (অর্থাৎ)	"মু'মিন
So judge	between me	and between them	judgment (with decisive)	and save me	and who	with me (are)	of	"the believers

رَبِّ اِنَّ قَوْمِیْ كَذَّبُوْنِ فَافْتَحْ بَیْنِیْ وَ بَیْنَهُمْ فَتْحًا وَّ نَجِّنِیْ وَ مَنْ مَّعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ

‘হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।সুতরাং আমার ও ওদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব বিশ্বাসী আছে তাদেরকে রক্ষা কর। সূরা আশ শোয়ারাঃ ১১৭-১১৮

"My Lord, indeed my people have denied me. Then judge between me and them with decisive judgement and save me and those with me of the believers."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ নূহ আ এর নিজ জাতি কর্তৃক নীচু শ্রেনীর(যাদের সম্মান ও সম্পদ নেই এবং যার কারণে সমাজে তাদেরকে হীন, নীচ ও তুচ্ছ মনে করা হয়) লোকদের সাথী হওয়ার অপবাদসহ প্রস্থাঘাতের হুমকি প্রদান করা হলে নুহ আলাইহিস সালাম দো’আ করলেন যে, হে আল্লাহ্! আপনি আমার ও আমার জাতির মধ্যে ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথী ঈমানদারদেরকে রক্ষা করুন।

দু’আঃ সূরা আশ শোয়ারাঃ

يَعْمَلُونَ	مِمَّا	وَأَهْلِي	نَجِّنِي	رَبِّ
"তারা করেছে	হ'তে যা (তা)	ও আমার পরিবারকে	আমাকে রক্ষা করো	হে আমার রব
"they do	from what	and my family	Save me	!My Lord

رَبِّ نَجِّنِیْ وَ اَهْلِیْ مِمَّا یَعْمَلُوْنَ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে ওদের কুকর্ম হতে রক্ষা কর।’ সূরা আশ শোয়ারাঃ ১৬৯

My Lord, save me and my family from [the consequence of] what they do."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ জাতির কুকর্মের দায় থেকে নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষার জন্য আল্লাহর নিকট লুত আ করুন আকুতি করে দু’আ করেন।

جزاكم الله خيرا
jazakumullah khairan
Sisters' Forum In Islam.com